প্রাককথন : বেনজীন খান বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে একজন। পেশায় সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে দীর্ঘসময় ধরেই লেখালেখির সাথে যুক্ত। যশোরের স্থানীয় 'বর্তমান দৈনিক', 'দৈনিক রানার', 'দৈনিক লোকসমাজ', জাতীয় 'দৈনিক বাংলাবাজার', 'দৈনিক ইনকিলাব', গবেষণাধর্মী পাক্ষিক 'চিন্তা'য় একসময় নিয়মিত লেখালেখি করতেন। বেনজীন খান লেখেছেন এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে উপমহাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ National Encyclopedia of Bangladesh Project (বাংলাপিডিয়া)-তে ; তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : **প্রকাশিত গদ্য** (বইমেলা-২০০২, পরিযায়ী, ঢাকা), **সালমান রুশদীদের 'সেফ হ্যাভেন' এবং একজন সম্মানিত বিবেক** (সেপ্টেম্বর-২০০২, আউল, ঢাকা), **দ্বন্দ্ব ও দ্বৈরথে** (ফেব্রুয়ারী ২০০৩, চারুলিপি, ঢাকা), **এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ : আবিশ্ব বিবেকের কণ্ঠস্বর** (সম্পাদিত), **পশু কোরবানি : একটি বিকল্প প্রস্তাব** (সম্পাদিত ; জানুয়ারী, ২০০৫, সংস্কার আন্দোলন, ঢাকা)। ১৯৯৮ সালে (৭ই এপ্রিল) দৈনিক লোকসমাজ পত্রিকায় ''কেচ্ছা : অতপর কোরবানী কেচ্ছা'' শিরোনামে উপসম্পাদকীয় লেখে দেশব্যাপী তীব্রভাবে আলোচিত-সমালোচিত হন এবং ভুলভাবে মূল্যায়িত হন। উপসম্পাদকীয়'কে কেন্দ্র করে মৌলবাদীদের দ্বারা মামলা-মোকদ্দমা, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অনবরত প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি ইত্যাদির মধ্যেই লোকসমাজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকুরীচ্যুত করে। বাংলাদেশ সরকার বেনজীন খান সম্পাদিত ২০০৫ সালে প্রকাশিত **পশু কোরবানি : একটি বিকল্প প্রস্তাব** গ্রন্থটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে তিনি ফ্রিলান্সার সাংবাদিক ও গবেষণাধর্মী লেখা-লেখিতে রত। লেখক বেনজীন খানের ব্যক্তিগত অনুমতি নিয়ে **প্রকাশিত গদ্য** (ফেব্রুয়ারী, ২০০২) নামক গ্রন্থ থেকে আলোচ্য নিবন্ধটি মুক্তমনা'র জন্য অনুলিখিত। - অনন্ত।

●.................................●

কেচ্ছা : অতঃপর কোরবানী কেচ্ছা

- - বেনজীন খান- -

মানুষ, পিতা ও স্বামী ইব্রাহীম যথার্থই স্বামী, পিতা এবং মানুষ। অন্তত সময় যুগ ও বাস্তবতার বিচারে আপনার করণীয় নির্ধারণে তিনি সে স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস-প্রথা যেমন তিনি গুড়িয়ে দিয়েছেন তেমনি আঁকড়েও ধরেছেন। বনেছেন অধার্মিক, অবিশ্বাসী, নাস্তিক, কাফের ইত্যাদি অন্তত প্রাচীনদের মতে। আবার হয়েছেন ধার্মিক-বিশ্বাসী, আস্তিক পবিত্রও পরবর্তীদের কাছে। বহুঈশ্বর থেকে এক'র, মূর্তিপূজা থেকে নিরাকার বিশ্বাস তত্ত্ব প্রতিস্থাপনে তিনি অবশ্যই সংস্কারবাদী আরো এগিয়ে বিপ্লবী। প্রাণী বনাম মানুষের পৃথকীকরণে ইব্রাহীম এক্ষেত্রে মানুষ। আবার নিজ রক্তস্রোত ধারা থেকে পয়দা, হোক সে বান্দির গর্ভজাত ইসমাইল অথবা স্ত্রী ঔরসের ইসহাক, সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালনে ইব্রাহীম যথার্থই পিতা। অন্যদিকে, সংসার পরিচর্যার জীবনের অর্ধেক অঙ্গ হিসেবে স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষায় ইব্রাহীম সমানভাবে স্বামী। একাধিক থেকে দেখলে ইব্রাহীম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের নাম। হয়তোবা এই পূর্ণাঙ্গতার কারণেই হাজার হাজার বছর ধরে (খ্রিষ্ট পূর্বঃ ২৩৪০ থেকে) ক্রমবিকাশমান এই মানুষের চেতনায়, মগজে, মননে, সমাজে, ইতিহাসে, ধর্মে, কেচ্ছা কাহিনীতে ইব্রাহীম আছেন। হয়তোবা থাকবেনও। হয়তোবা

বর্তমানের কাহিনী আকারে নয়।

বর্তমানে প্রচলিত কাহিনী সকলের জানা। অন্তত মুসলমানদের মহাপবিত্র গ্রন্থ কোরআন এবং হাদিসসহ সকল মুসলিম সাহিত্যে ঐ একই কাহিনীর অবতারণা হওয়ায়। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থসমূহে কি এ সত্যের গন্ধ বা উৎস নেই, যে মানুষ এবং বিপদগ্রস্থ মানুষ ইব্রাহীম একান্ত নিজ বাস্তবতা মোকাবেলায় বর্তমান কাহিনীর জন্ম দিয়েছিলেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থসমুহে কি এ তথ্য নেই যে, ইব্রাহীমকে মহাত্মা ইব্রাহীম তথা তাঁর প্রতিষ্ঠায় ইহজাগতিক যোগানসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক যোগান ছিল তাঁরই স্ত্রী ধনকুবের সারা বিবির পরিবার এবং এ তথ্যও আছে সারা বিবির সাথে মহাত্মা ইব্রাহীমের বিবাহের সময় তৎকালীন আরব সমাজের প্রথানুযায়ী মেয়েপক্ষ থেকে অর্থকড়ির সাথে জামাইকে উপঢৌকন স্বরূপ 'হাজেরা'কে দেয়া হয়েছিল এবং এ তথ্যও কি নেই যে, বিশাল প্রভাব ও পরাক্রমশালী ধনকুবের মহাত্মা ইব্রাহীম ৮৫ বছর পর্যন্ত কোন সন্তানের জনক হতে পারেননি বরং তার (ইব্রাহীম) ৮৬ বছর বয়সে উপঢৌকন হাজেরার গর্ভে জন্ম নেয় মহাত্মা ইব্রাহীমের আদরের দুলাল মহাত্মা ইসমাইল। এবং ৯৯ বছর বয়সে নিজস্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয় মহাত্মা ইসহাক। পাঠক, ইব্রাহীমের এই ৮৬ বছর বয়স থেকে ৯৯ বছর বয়স পর্যন্ত মোট ১৩ বছরের মধ্যকার কাহিনীই হচ্ছে 'কোরবানী কেচ্ছা', আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এই কেচ্ছার পেছনের কেচ্ছা কি ছিল? পাঠক, আমরা অবশ্যই রক্তমাংসের মানুষ ইব্রাহীমকে নিয়ে আলোচনা করছি।

কেচ্ছা : খ্রিষ্টপূর্ব ২৩৪০ সালে আরব জমিনে ভুত-পূজা বা মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী আযর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মহাত্মা ইব্রাহীম। পূর্ণবয়স প্রাপ্ত হয়ে ইব্রাহীম যখন পয়গম্বর দাবি করেন এবং দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন অর্থাৎ মূর্তিপূজা ত্যাগ করে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিতে থাকেন। তখন তিনি সর্বপ্রথম বাঁধাপ্রাপ্ত হন নিজপিতা আযরের নিকট থেকে। শেষ পর্যন্ত পিতাসহ গোত্রের সবাঈ তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তাদের কাছে ইব্রাহীম অবিশ্বাসী ধর্মদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হন। সেদিনের প্রচলিত প্রথাবিরোধী হওয়ায় তাকে (ইব্রাহীম) আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্যও চেষ্টা চালানো হয়। ইতোমধ্যে এক ধনকুবের পরিবারের সারা বিবির সাথে মহাত্মা ইব্রাহীম বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হন। একপর্যায়ে অত্যাচারের সীমা এতটাই বেড়ে যায় যে মহাত্মা ইব্রাহীম সহপাঠী মহাত্মা লূতকে নিয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করে পালিয়ে যান ফিলিস্তিনের কিনান নামক স্থানে। এই নির্বাসঙ্কালে বয়সের ভারে ন্যুজ মানুষ মহাত্মা ইব্রাহীম পিতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বেশ বিচলিত হয়ে ওঠেন। অবশেষে তাঁর ৮৬ বছর বয়সে উপঢৌকন হাজেরার গর্ভে জন্ম নেয় মহাত্মা ইসমাইল। মানুষ ইব্রাহীমের আকাঙ্ক্ষার একটা বড় অংশ পূরণ হলেও সংসার-জীবনে নেমে আসে মহা অশান্তি। স্ত্রী সারা কোনভাবেই এ সন্তান ও তার মাকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। একপর্যায়ে ধারাবাহিক সাংসারিক অশান্তি এড়ানোর লক্ষে তিনি (ইব্রাহীম) কৌশল অবলম্বন করলেন। বৃদ্ধাবস্থায় জীবনের শেষ সময়ে এসে পরম আশা-আকাঙ্ক্ষার পর যে সন্তান লাভ করে পিতা হলেন অবশেষে সেই আদরের দুলাল মহাত্মা ইসমাইল ও মা হাজেরাকে তিনি হিজাবের জনমানব শূন্য ধূ ধূ মরুপ্রান্তরে রেখে আসেন। কিন্তু পিতা মহাত্মা ইব্রাহীম সন্তান ও তার মা'র প্রতি অত্যন্ত সংগোপনে সবরকম দায়িত্বই পালন করতেন। এদিকে স্ত্রী সারা জানলেন স্বামী তার কথা রেখেছেন। এরপর ১৩বছর পর মহাত্মা ইব্রাহীমের বয়স যখন ৯৯ বছর তখন স্ত্রী সারা গর্ভে জন্ম নেয় মহাত্মা ইসহাক। এই একযুগে সারা জেনেও গেছেন

স্বামী তার (সারা) সাথে কৌশল অবলম্বন করেছেন মাত্র। আসলে তার পথের কাঁটা জিন্দাই রয়ে গেছে। সন্তানের (ইসহাক) জননী হয়ে সারা এবার স্বামীর সাথে বিরোধের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন - 'ইব্রাহীম সম্পদের' একক মালিক হবে ইসহাক তার কোন অংশীদার থাকবে না এ ছিল স্ত্রী সারার চূড়ান্ত বাক্য।

পাঠক, এহেনোবস্থায় বিচক্ষণ-ধীশক্তিমান মানুষ ইব্রাহীমকে রচনা করতে হলো নতুন নাটক কোরবানী কেচ্ছা। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন আরব জমিনে দেবতার উদ্দেশ্যে কোরবানী প্রথা বা দুনিয়া জুড়ে সেসময় দেবতার খুশিতে প্রাণী বলিদান প্রথা ধর্ম-বিশ্বাস আকারে প্রচলিত ছিল। পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের- এর '**ইসলাম ধর্মের রূপরেখা**' গ্রন্থ (পৃষ্ঠা- ৭৮) থেকে জানা যায় " ....ইসলামে কোরবানী নতুন কোন বিষয় নয়। প্রভু কিংবা দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া একটি প্রাচীন প্রথা। বিক্রমপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে 'তিগ্‌লতপেশর' এবং 'শল্মেশর' নামের অসুর বংশীয় রাজাদের ইষ্টদেব 'সক্কথ-বেনথ' ব্যবিলন নগরের বিশাল মন্দিরে আসীন হয়ে বলি গ্রহণ করতেন। নর্গল, অশিম, নিমজ, তর্তক, অদ্রম্লেশ, অম্লেশ, নাশরশ, দেগণ ইত্যাদি দেবসমুদয়, বিক্রমের বহুশতাব্দী পূর্বে এশিয়ার প্রাচীন নগরী কথ, হামা অলিত, সফবিম বাস করতেন এবং বলি গ্রহণ করতেন। মূর্তিপূজক বা পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই পশুবলিদানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। তবে অমূর্তিপূজক ধর্মও এই প্রথাকে অস্বীকার করেনি। ...."

উপসংহার : কেচ্ছা অতঃপর কোরবানী কেচ্ছা অর্থাৎ কোরবানী কেচ্ছার পূর্বের কেছে খুঁজে বের করা আজ সভ্য দুনিয়ার বাসিন্দা হিসেবে খুব বেশি জরুরি নয় কি? কেননা আজ থেকে চার হাজারের অধিক কাল আগে মহাত্মা ইব্রাহীম এক অনিবার্য বাস্তবতাকে প্রতিহত করতে আশ্রয় নিয়েছিলেন কৌশলের। মানুষ ইব্রাহীমের সারা জীবনের লালিত স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলন আদরের দুলাল ইসমাইল রক্ষায় এবং স্ত্রীর (সারা বিবি) বাহানার সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে, সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং তার দার্শনিক মত পার্থক্যকে দুনিয়ার মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্যে এই কোরবানী কেচ্ছা নির্মাণ কি বড় বেশি সামঞ্জস্যহীন? না কি অনেক বেশি যৌক্তিক, কৌশলী, সমাজতাত্ত্বিক, বিচক্ষণ, মানবিক, ধীশক্তিমত্তার স্বাক্ষর।

বরং দুনিয়া বিকাশের এই চরম পর্যায়ে অন্ধ অনুকরণের অসভ্য নজির সৃষ্টি করে প্রতিবছর কোরবানী নামে উৎসবে লক্ষ লক্ষ প্রাণের রক্ত ঝরিয়ে ঈশ্বর খুশির উন্মত্ততা কি আজ বড় বেশি বর্বরোচিত নয়? যদি হয়ে থাকে তা হলে অবশ্যই মানুষ খুঁজে বের করতে হবে প্রচলিত সকল প্রকার কাহিনীর পেছনের কাহিনী।

টিকা :

❖ মহাত্মা ইব্রাহীমের জন্ম - ২৩৪০ খ্রিঃ পূর্ব।

❖ হাজেরাকে বিবাহ - ২২৫৫ খ্রিঃ পূর্ব।

❖ মহাত্মা ইসমাইলের জন্ম - ২২৫৪ খ্রিঃ পূর্ব।

❖ প্রথম নির্বাসন - ২২৫৪ খ্রিঃ পূর্ব।

❖ মহাত্মা ইসহাকের জন্ম - ২২৪০ খ্রিঃ পূর্ব।

❖ মহাত্মা ইব্রাহীমের কাবাগৃহ নির্মাণ - ২১৭০ খ্রিঃ পূর্ব।

সূত্র :

১। কোরআন।

২। ইসলাম ধর্মের রূপরেখা : রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

৩। বাংলা একাডেমী ঐতিহাসিক অভিধান : মোহাম্মদ মতিউর রহমান সংকলিত।

৪। দৈনিক সংগ্রাম- ৩ এপ্রিল, ১৯৯৮।